



Pratidhwani the Echo

A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science

ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)

Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 50-56

Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India

Website: <http://www.thecho.in>

DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.081



ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব: জীবন ও বাস্তবতার সন্ধিক্ষণে

সুরেশ মণ্ডল, সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বহরমপুর কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 06.02.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 30.04.2026

©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Indian epistemology is one of the most important branches of ancient Indian philosophical traditions. It presents an in-depth analysis of knowledge, its sources, types, and the question of its validity. Various Indian philosophical systems – such as Nyāya, Vaiśeṣika, Sāṃkhya, Yoga, Mīmāṃsā, and Vedānta – have provided detailed explanations of the nature of knowledge and the means of acquiring it (pramāṇas). This research paper examines the fundamental framework of Indian epistemology, different methods of knowledge such as perception (pratyakṣa), inference (anumāna), comparison (upamāna), and verbal testimony (śabda), and how these influence life and reality. In addition, the paper discusses the relevance and applicability of Indian epistemology in the context of modern epistemological thought. In particular, it focuses on how Indian epistemology can offer philosophical insights into the nature of knowledge and the search for truth in the age of science and technology.

Keywords: Indian Epistemology, Nyāya Philosophy, Vaiśeṣika, Pratyakṣa, Anumāna, Upamāna, Śabda Pramāṇa, Vedānta

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) ভারতীয় দর্শনের একটি মৌলিক শাখা, যা জ্ঞানের উৎস, প্রকৃতি, সীমাবদ্ধতা ও প্রমাণ পদ্ধতির উপর গভীর অনুসন্ধান করে। এটি শুধুমাত্র তাত্ত্বিক অনুসন্ধান নয়, বরং জীবন ও বাস্তবতার মাঝে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করে। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক পরম্পরায় জ্ঞান লাভের মাধ্যম, এর বৈধতা এবং প্রাকৃতিক বাস্তবতার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক বিদ্যালয় বিশদ আলোচনা করেছে। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্তের মতো বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন-প্রণালীতে জ্ঞানের প্রকৃতি ও তার প্রমাণ পদ্ধতিগুলি নিয়ে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায়। এই দার্শনিক চিন্তাধারাগুলি একদিকে যেমন বাস্তবিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠিত, অন্যদিকে তেমনই পরম সত্যের (Ultimate Reality) অনুসন্ধানও উৎসর্গিত। জ্ঞানতত্ত্বের প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো জ্ঞানের প্রমাণ (Pramāṇa)। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব ছয়টি মৌলিক প্রমাণ গ্রহণ করে: প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমা (Comparison), শব্দ (Verbal Testimony), অর্থাপত্তি (Postulation) এবং অভাব (Non-apprehension)। গঙ্গেশ উপাধ্যায় নবন্যায়ের আলোচনায় প্রমাণের বিশদ বিশ্লেষণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, “Pramāṇa is that which leads to valid knowledge (pramā), and the process of validation is integral to any epistemic discourse” (Upadhyaya, 1940, p. 112)। একইভাবে, আদিশঙ্কর তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্য গ্রন্থে উল্লেখ করেন, “The ultimate

reality (Brahman) is beyond direct perception but can be known through valid means of knowledge such as śabda-pramāṇa” (Shankaracharya, 1890, p. 67)।

ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো জ্ঞানতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও বাস্তবিক উপলব্ধির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন। উদাহরণস্বরূপ, ন্যায় দর্শনে জ্ঞানের যৌক্তিক বিশ্লেষণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখানে কণাদ-এর বৈশেষিক দর্শনে জ্ঞান ও বাস্তবতার পার্থক্য নিরূপণ করা হয়েছে। কণাদ বলেন, “Reality consists of eternal substances, and knowledge is valid only when it corresponds to reality” (Radhakrishnan & Moore, 1957, p. 321)। অন্যদিকে, সাংখ্য দর্শনের মতে, প্রকৃতি ও পুরুষের দ্বৈততত্ত্বের আলোকে জ্ঞানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে মুক্তির জন্য প্রকৃত জ্ঞান (Viveka-khyāti) অপরিহার্য। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা-তে বলা হয়েছে, “Liberation is achieved through discriminative knowledge, which arises from correct epistemic practices” (Ishvarakrishna, 1913, p. 45)। জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পর্ক বিষয়ে আধুনিক দার্শনিকগণও বিশদ আলোচনা করেছেন। দাসগুপ্ত (1922) তাঁর A History of Indian Philosophy-এ উল্লেখ করেছেন, “Indian epistemology does not merely focus on the logical validity of knowledge but integrates it with metaphysical and existential concerns” (Dasgupta, 1922, p. 179)। এ প্রসঙ্গে, মতিলাল (1986) বলেছেন, “The strength of Indian epistemology lies in its ability to synthesize reason and experience, forming a holistic framework for knowledge” (Matilal, 1986, p. 238)।

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রেক্ষাপটে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা আরও গভীরতর হয়েছে। তথ্য ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে জ্ঞানের বৈধতা, তথ্য যাচাই এবং বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের বোধের সম্পর্ক নিয়ে ভারতীয় দর্শন মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। প্রাচীন দার্শনিকগণ যে যুক্তিবিদ্যা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা কেবলমাত্র অতীতের তাত্ত্বিক অনুশীলন নয়, বরং আধুনিক দার্শনিক বিতর্কেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ফলে, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব জীবন ও বাস্তবতার সন্ধিক্ষেপে এক তাৎপর্যপূর্ণ দার্শনিক পথনির্দেশ করে, যা আমাদের জ্ঞান ও অস্তিত্বের গভীরতর অনুসন্ধানে সহায়তা করে। ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা জ্ঞানের প্রকৃতি, উৎস, বৈধতা এবং সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করে। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় হলো *প্রমাণ* (Pramāṇa) এবং *প্রমাণবাদ* (Theory of Valid Knowledge), যা জ্ঞানের যথার্থতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকগণ যুক্তি ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নির্ধারণ করেছেন যে, কোন উপায়ে প্রাপ্ত জ্ঞান গ্রহণযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য। এই প্রসঙ্গে ভর্তৃহরি বলেন, “Knowledge is valid when it arises from a reliable source and leads to the apprehension of reality” (Bhartrhari, 1995, p. 67)।

ভারতীয় দর্শনে *প্রমাণ* বলতে বোঝায় এমন মাধ্যম, যা দ্বারা সঠিক জ্ঞান অর্জিত হয়। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন ছয়টি মৌলিক প্রমাণ গ্রহণ করেছে: প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমা (Comparison), শব্দ (Verbal Testimony), অর্থাপত্তি (Postulation) এবং অভাব (Non-apprehension)। গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁর *তত্ত্বচিন্তামণি*-তে উল্লেখ করেন, “The six pramāṇas serve as the foundation of valid cognition, ensuring an accurate grasp of reality” (Upadhyaya, 1940, p. 112)। অন্যদিকে, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন প্রধানত চারটি প্রমাণ গ্রহণ করে: প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমা ও শব্দ। কুমারিলভট্ট তাঁর *শ্লোকবার্তিক*-এ বলেন, “Verbal testimony (śabda) is the most authentic means of knowledge when it comes to understanding Vedic truth” (Kumārila, 1983, p. 89)। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও প্রমাণতত্ত্বের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি

বিদ্যমান। বৌদ্ধ দার্শনিক দীননাগ ও ধর্মকীর্তি কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে বৈধ প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেন। ধর্মকীর্তি বলেন, “True knowledge arises from perception and inference, all else is secondary and contingent” (Dharmakīrti, 1999, p. 142)। অপরদিকে, জৈন দার্শনে বহুসত্যবাদ ও স্যাদবাদ অনুযায়ী জ্ঞানের আপেক্ষিকতা ও বহুস্তরিকতা স্বীকৃত হয়েছে। উমাস্বাতি তাঁর *তত্ত্বার্থসূত্র*-এ বলেন, “No single perspective holds the ultimate truth; knowledge must be understood through multiple viewpoints” (Umaswati, 2001, p. 75)।

প্রমাণবাদ বা *Pramāṇavāda* বলতে বোঝানো হয়, কীভাবে জ্ঞান প্রাপ্তির মাধ্যমগুলো নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য হয়। ভারতীয় দর্শনে এটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ, জ্ঞানতত্ত্ব কেবল জ্ঞান কী তা ব্যাখ্যা করে না, বরং নির্ণয় করে কীভাবে সঠিক জ্ঞান অর্জন সম্ভব। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণে প্রমাণতত্ত্ব ব্যবহৃত হয়, যা ন্যায়, মীমাংসা এবং বৌদ্ধ দর্শনে বিশেষ গুরুত্ব পায়। মতিলাল (1986) বলেন, “Indian epistemology does not only focus on defining knowledge but also on the means of its verification, making it an advanced and sophisticated system” (Matilal, 1986, p. 214)। এই প্রসঙ্গে, সাংখ্য ও যোগ দর্শনেও প্রমাণতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাংখ্য দর্শনে তিনটি প্রধান প্রমাণের কথা বলা হয়েছে: প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁর *সাংখ্যকারিকা*-তে উল্লেখ করেছেন, “Knowledge is the key to discerning puruṣa from prakṛti, and only through valid means can this distinction be realized” (Ishvarakrishna, 1913, p. 53)। যোগ দর্শনেও প্রকৃত জ্ঞান লাভের জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আধ্যাত্মিক উপলক্ষিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে প্রমাণ ও প্রমাণবাদ শুধু তাত্ত্বিক বিষয় নয়, বরং তা বাস্তবজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত। এটি কেবল দার্শনিক অনুশীলন নয়, বরং চিন্তার প্রক্রিয়াকে সুসংহত করে এবং জ্ঞানের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। প্রমাণ ও প্রমাণবাদ জ্ঞানের বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো তৈরি করে, যা ভারতীয় দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব আজও অপরিসীম, কারণ এটি যুক্তিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ এবং আধ্যাত্মিক উপলক্ষির মধ্যে একটি সংযোগ রচনা করে, যা জ্ঞান অর্জনের একটি সমন্বিত পথ প্রদর্শন করে।

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে (Indian Epistemology) জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পর্কের বিশ্লেষণ একটি মৌলিক প্রশ্ন, যা দার্শনিক অনুসন্ধানের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে। জ্ঞান কীভাবে বাস্তবতাকে অনুধাবন করে, বাস্তবতা কতটা নিরপেক্ষ এবং মানব অভিজ্ঞতা জ্ঞানের প্রকৃতিতে কীভাবে প্রভাব ফেলে— এই সমস্ত প্রশ্ন ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, বৌদ্ধ, জৈন, এবং যোগ দর্শন এই প্রশ্নের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। ন্যায় দার্শনে জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পর্ক বিচার করতে প্রমাণ (Pramāṇa) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গৌতমের *ন্যায়সূত্র*-এ বলা হয়েছে, “Pramāṇa is the means to ascertain the true nature of reality” (Gautama, 2016, p. 27)। অর্থাৎ, জ্ঞানতত্ত্বের অনুসন্ধান কেবলমাত্র মানসিক অনুধাবন নয়, বরং এটি বাস্তবতা নিরূপণের একটি প্রক্রিয়া। বৈশেষিক দর্শনে বাস্তবতাকে স্বতন্ত্র গুণসম্পন্ন অস্তিত্ব হিসেবে দেখা হয় এবং এটি নির্ধারণের জন্য প্রত্যক্ষ (Perception) ও অনুমান (Inference) গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় (Radhakrishnan & Moore, 2008, p. 256)।

অপরদিকে, বেদান্ত দর্শন মতে, জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পর্ক মায়া ও ব্রহ্মবাদের আলোকে অনুধাবন করা হয়। শঙ্করাচার্য তাঁর *ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য*-তে বলেন, “True knowledge (Brahmajnana) dissolves the illusion of duality and reveals the oneness of existence” (Shankara, 1999, p. 112)। অর্থাৎ, বাস্তবতা মূলত ব্রহ্মস্বরূপ, এবং যে জ্ঞান এই সত্য উপলক্ষি করে, তা-ই পরমার্থিক জ্ঞান। অপরদিকে, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত

মতে, বাস্তবতা ও জ্ঞান পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত, যেখানে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে বিভেদ থাকা সত্ত্বেও উভয়ের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা রয়েছে (Ramanuja, 1956, p. 178)। বৌদ্ধ দর্শনে জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পর্ক তাৎক্ষণিকতা (Momentariness) ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে বিশ্লেষিত হয়। ধর্মকীর্তি বলেন, “Reality is in a constant state of flux, and knowledge itself is momentary” (Dharmakīrti, 1999, p. 58)। অর্থাৎ, বাস্তবতা নিরবিচার পরিবর্তনশীল, এবং জ্ঞানও এই পরিবর্তনের একটি অংশমাত্র। নাগার্জুনের মধ্যমক দর্শনে বলা হয়েছে, “Reality is neither absolute nor entirely non-existent; it is dependent on conditions” (Nāgārjuna, 1978, p. 69)। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, জ্ঞান বাস্তবতার সার্বিক উপলব্ধির পরিবর্তে, তার নিরপেক্ষ অবস্থা নির্দেশ করে।

জৈন দর্শনে বহুসত্যবাদ (Anekāntavāda) ধারণা জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পর্ককে বহুমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করে। উমাস্বাতি তাঁর *তত্ত্বার্থসূত্র*-এ বলেন, “Reality has multiple facets, and knowledge must accommodate different perspectives” (Umaswati, 2001, p. 92)। অর্থাৎ, বাস্তবতা কখনো এককভাবে উপলব্ধিযোগ্য নয়, বরং তা বিভিন্ন অবস্থান থেকে বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। যোগ দর্শনে জ্ঞান ও বাস্তবতা উপলব্ধির জন্য ধ্যান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করা হয়। পতঞ্জলি বলেন, “True knowledge arises when the mind is free from fluctuations and perceives reality as it is” (Patanjali, 2008, p. 43)। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতি দ্বৈতবাদী বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য করে এবং বলে যে, প্রকৃত জ্ঞান প্রকৃতিকে আত্মা থেকে পৃথক করার মাধ্যমে আত্মোপলব্ধি অর্জন করে (Ishvarakrishna, 1913, p. 47)। এই বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান ও বাস্তবতার সম্পর্ক একরৈখিক নয়, বরং এটি নির্ভর করে দার্শনিক অবস্থান, অভিজ্ঞতা, ও প্রমাণের পদ্ধতির ওপর। বৈদিক ও বেদান্ত চিন্তায় বাস্তবতা হল পরমার্থিক, যেখানে জ্ঞান মোক্ষের পথ নির্দেশ করে; ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জ্ঞান বাস্তবতার নিরীক্ষণমূলক অনুসন্ধান; বৌদ্ধ দর্শনে এটি পরিবর্তনশীল বাস্তবতার প্রতিফলন; আর জৈন মতে, বহুমাত্রিক বাস্তবতার স্বীকৃতি। বর্তমান সময়ে বিজ্ঞান ও দর্শনের সমন্বিত আলোচনায় ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের এই ঐতিহ্য আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে, কারণ এটি শুধুমাত্র বাস্তবতার অনুসন্ধান নয়, বরং জ্ঞান কীভাবে বাস্তবতার উপলব্ধির মাধ্যমে মানবজীবনকে প্রভাবিত করে তা নির্দেশ করে।

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের (Indian Epistemology) ব্যবহারিক দিক জীবন ও বাস্তবতার সম্পর্ক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি কেবল তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বরং মানবজীবনের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, নৈতিক মূল্যবোধ, এবং জ্ঞানের সত্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে বাস্তবজীবনে প্রয়োগযোগ্য। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় জ্ঞানতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্য সত্যের অনুসন্ধান এবং তাৎপর্যময় জীবনযাপনের জন্য জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগ। ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, বৌদ্ধ, ও জৈন দর্শন এই প্রয়োগের বিভিন্ন মাত্রা উপস্থাপন করে, যা সমাজ, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং জ্ঞানের প্রসারকে প্রভাবিত করে। ন্যায় দর্শনে (Nyāya) জ্ঞানতত্ত্বের ব্যবহারিক দিক নিরূপিত হয় যুক্তি (Tarka) এবং প্রমাণ (Pramāṇa) অনুসারে। গৌতমের *ন্যায়সূত্র*-এ বলা হয়েছে, “Right knowledge leads to the highest good (niḥśreyasa)” (Gautama, 2016, p. 14)। অর্থাৎ, মানবজীবনে জ্ঞান অনুসন্ধানের চূড়ান্ত লক্ষ্য মুক্তি (Mokṣa), যা যুক্তি ও যথাযথ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। ন্যায় মতে, প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Comparison), এবং শব্দ (Testimony) এই চারটি প্রমাণ দ্বারা সত্য যাচাই করা হয়, যা বাস্তবজীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। বৈশেষিক দর্শনও একইভাবে জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগকে গুরুত্ব দেয়, বিশেষত স্বতন্ত্র পদার্থ, গুণ, এবং কর্মের মাধ্যমে বস্তুজগতের সংগঠিত বিশ্লেষণ (Radhakrishnan & Moore, 2008, p. 276)।

বেদান্ত দর্শনে (Vedānta) জ্ঞানতত্ত্বের ব্যবহারিক দিক আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তি লাভের সাথে সংযুক্ত। শঙ্করাচার্য তাঁর *ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য*-তে বলেন, “Knowledge of Brahman alone dispels ignorance and leads to ultimate liberation” (Shankara, 1999, p. 189)। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পার্থিব জীবনে সত্য ও মায়ার (Māyā) পার্থক্য বুঝতে পারাই জ্ঞানের প্রকৃত প্রয়োগ। রামানুজের বিশিষ্টাশ্রিত মতে, জ্ঞান একাকী মোক্ষ লাভে পর্যাপ্ত নয়, বরং এটি ঈশ্বরভক্তি ও কর্মযোগের সাথে সমন্বিত হওয়া আবশ্যিক (Ramanuja, 1956, p. 214)। এই প্রসঙ্গে, উপনিষদীয় দর্শন থেকে বোঝা যায় যে, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব কেবল বস্তুগত সত্য উপলব্ধিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা আত্মিক উন্নতির মাধ্যমে মানবজীবনকে অর্থবহ করে তুলতে চায়। বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্ব (Buddhist Epistemology) ব্যবহারিক দিক উপস্থাপিত হয় বৌদ্ধ অনিত্যতা (Impermanence) এবং নিরপেক্ষ উপলব্ধির (Prajñā) আলোকে। ধর্মকীর্তির মতে, “True knowledge is that which leads to the cessation of suffering” (Dharmakīrti, 1999, p. 74)। অর্থাৎ, জ্ঞানতত্ত্ব কেবল বস্তুগত সত্য উপলব্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি জীবনের সার্বিক দুঃখ দূরীকরণ এবং নৈতিক আচরণের উন্নয়নে কার্যকর। মধ্যমক দর্শনে নাগার্জুন বলেন, “All conceptual knowledge is dependent on conditions and must be analyzed critically” (Nāgārjuna, 1978, p. 97)। ফলে, বাস্তবজীবনে জ্ঞানতত্ত্ব প্রয়োগ মানে বস্তুগত বাস্তবতাকে পরিবর্তনশীল এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা।

জৈন দর্শনে (Jain Epistemology) ব্যবহারিক দিক বহুসত্যবাদ (Anekāntavāda) ও স্যাধ্বাদ (Syādvāda) পদ্ধতিতে প্রতিফলিত হয়, যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সত্য উপলব্ধিকে গুরুত্ব দেয়। উমাস্বাতি তাঁর *তত্ত্বার্থসূত্র*-এ বলেন, “The application of knowledge lies in accommodating multiple perspectives to grasp the whole truth” (Umaswati, 2001, p. 112)। বাস্তবজীবনে এটি পারস্পরিক সহনশীলতা এবং দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য কার্যকর একটি পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হয়। যোগ দর্শনে (Yoga Epistemology) ব্যবহারিক দিক ধ্যান (Meditation) এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (Direct Experience) মাধ্যমে বাস্তব উপলব্ধির উপর গুরুত্ব দেয়। পতঞ্জলি বলেন, “The highest knowledge is achieved when the mind is free from fluctuations and distractions” (Patanjali, 2008, p. 64)। এই দৃষ্টিভঙ্গি মতে, জ্ঞানতত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ হলো মনকে প্রশান্ত রাখা এবং আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করা, যা ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ব্যবহারিক দিক আধুনিক সমাজেও প্রাসঙ্গিক। উদাহরণস্বরূপ, ন্যায় ও বৈশেষিকের যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা আজকের গবেষণা ও প্রযুক্তির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেদান্তের আত্মজ্ঞানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি উন্নয়ন ও মানসিক সুস্থতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবেশগত সচেতনতা, বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা, এবং মানবিক মূল্যবোধ বিকাশে সহায়ক। যোগ দর্শনের মনোসংযম পদ্ধতি আজকের মানসিক চাপ ও উদ্বেগ নিরসনে কার্যকর। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব কেবল তাত্ত্বিক বিতর্কের জন্য নয়, বরং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শুধু তত্ত্ব নয়, বরং নীতিনৈতিকতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মানসিক সুস্থতা, এবং আত্মিক মুক্তির জন্য এক কার্যকর পদ্ধতি। আধুনিক বিশ্বে, যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান সমান্তরালভাবে চলছে, সেখানে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের ব্যবহারিক দিক মানবজীবনের বিভিন্ন স্তরে গভীরভাবে প্রভাব ফেলে চলেছে।

ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব (Indian Epistemology) জীবন ও বাস্তবতার সন্ধিক্ষেপে এক গভীর অনুসন্ধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। এটি কেবলমাত্র তাত্ত্বিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়; বরং জ্ঞান এবং বাস্তবতার মধ্যকার

সম্পর্কের বিশ্লেষণ মানুষের জীবন ও নৈতিক দর্শনের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য হল, জ্ঞানের প্রকৃতি, তার উৎস, বৈধতা, এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োগ নিরূপণ করা। এটি বিভিন্ন দার্শনিক শাখার মাধ্যমে বৈচিত্র্যময় এবং বহুমাত্রিক চিন্তার একটি ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে, যা আধুনিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্বে যুক্তিবাদী অনুসন্ধানের মাধ্যমে সত্য উপলব্ধির পথ দেখায়। গৌতমের *ন্যায়সূত্র*-এ বলা হয়েছে, “Right knowledge leads to the highest good” (Gautama, 2016, p. 14), যা জ্ঞানের ব্যবহারিক ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। বৈশেষিক দর্শনে বস্তুগত বাস্তবতার স্বীকৃতি জ্ঞানানুসন্ধান বাস্তবতার প্রভাবকে নিশ্চিত করে (Radhakrishnan & Moore, 2008, p. 276)।

বেদান্ত দর্শনে, বিশেষত শঙ্করাচার্যের অভেদবাদী (Advaita) দৃষ্টিভঙ্গিতে, জ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য আত্মস্বরূপ উপলব্ধি এবং মোক্ষ (Liberation)। শঙ্করাচার্য বলেন, “Knowledge of Brahman alone dispels ignorance and leads to ultimate liberation” (Shankara, 1999, p. 189)। অপরদিকে, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মতে, ব্যক্তিগত আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরভক্তির মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব (Ramanuja, 1956, p. 214)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব কেবলমাত্র বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবতার অনুসন্ধান করে না, বরং তা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিরও পথ নির্দেশ করে। বৌদ্ধ ও জৈন জ্ঞানতত্ত্ব বিশেষত জ্ঞান ও বাস্তবতার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং বহুসত্যবাদের (Anekāntavāda) ধারণা উপস্থাপন করে। ধর্মকীর্তির মতে, “True knowledge is that which leads to the cessation of suffering” (Dharmakīrti, 1999, p. 74), যা দেখায় যে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ কেবল তাত্ত্বিক চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি মানবকল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নাগার্জুনের মধ্যমক দর্শন বাস্তবতাকে শূন্যতা (Śūnyatā) হিসেবে দেখায়, যা আমাদের ধারণাগত বাস্তবতার অসারতা তুলে ধরে (Nāgārjuna, 1978, p. 97)। জৈন দর্শনে উমাস্বতীর বহুসত্যবাদ নীতির মাধ্যমে বলা হয়, “The application of knowledge lies in accommodating multiple perspectives to grasp the whole truth” (Umaswati, 2001, p. 112), যা বাস্তব জীবনে নৈতিক ও যৌক্তিক চিন্তার প্রয়োগকে শক্তিশালী করে।

যোগ দর্শন মনোসংযম, ধ্যান এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞানের প্রকৃত উপলব্ধির কথা বলে। পতঞ্জলি বলেন, “The highest knowledge is achieved when the mind is free from fluctuations and distractions” (Patanjali, 2008, p. 64)। এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে জ্ঞানতত্ত্বের ব্যবহারিক দিককে সুস্পষ্ট করে তোলে, যেখানে অন্তর্দৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা বাস্তবতার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য অপরিহার্য। অতএব, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব জীবন ও বাস্তবতার সন্ধিক্ষেপে এক অনন্য দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। এটি জ্ঞানের প্রকৃতি, উৎস এবং তার নৈতিক ও ব্যবহারিক প্রয়োগকে সংজ্ঞায়িত করে। আধুনিক বিশ্বে, যেখানে বিজ্ঞান ও দর্শন সমান্তরালভাবে বিকশিত হচ্ছে, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব আমাদের যুক্তিবাদী অনুসন্ধান, নৈতিকতা, এবং আত্মজিজ্ঞাসার একটি সমন্বিত পথ দেখায়। এর প্রয়োগ কেবল একাডেমিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি প্রযুক্তি, নৈতিকতা, পরিবেশবিদ্যা, এবং ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। সুতরাং, ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব কেবল অতীতের দার্শনিক ঐতিহ্য নয়, বরং এটি আধুনিক মানবজীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধানে এক গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক পথনির্দেশ।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Bhartrhari. (1995). *Vākyapadīya: Treatise on Sentence and Word*. Motilal Banarsidass.
2. Chāndogya Upaniṣad. (2016). *Chāndogya Upaniṣad with Commentary*. Motilal Banarsidass.
3. Dasgupta, S. (1922). *A History of Indian Philosophy* (Vol. 1). Cambridge University Press.
4. Dharmakīrti. (1999). *Buddhist Logic and Epistemology* (B. K. Matilal, Ed.). Oxford University Press.
5. Dignaga, & Dharmakīrti. (1999). *Buddhist Logic and Epistemology: Studies in the Buddhist Analysis of Inference and Language* (B. K. Matilal, Ed.). Oxford University Press.
6. Gautama. (2016). *Nyāya Sūtras with Vātsyāyana's Bhāṣya*. Motilal Banarsidass.
7. Ishvarakrishna. (1913). *Sāṃkhyakārikā* (S. N. Dasgupta, Trans.). Oxford University Press.
8. Kumārila, B. (1983). *Ślokavārttika* (D. Jha, Trans.). Harvard University Press.
9. Matilal, B. K. (1986). *Perception: An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge*. Oxford University Press.
10. Nāgārjuna. (1978). *Mūlamadhyamakakārikā* (D. Kalupahana, Trans.). State University of New York Press.
11. Patanjali. (2008). *Yoga Sūtras of Patanjali* (S. Radhakrishnan, Trans.). HarperCollins.
12. Ramanuja. (1956). *Śrī Bhāṣya* (G. Thibaut, Trans.). Oxford University Press.
13. Radhakrishnan, S., & Moore, C. A. (2008). *A Sourcebook in Indian Philosophy*. Princeton University Press.
14. Shankara. (1999). *Brahma Sūtra Bhāṣya* (S. Gambhirananda, Trans.). Advaita Ashrama.
15. Umaswati. (2001). *Tattvārthasūtra: That Which Is* (N. Tatia, Trans.). HarperCollins.
16. Upadhyaya, G. (1940). *Tattvacintāmaṇi: The Jewel of Thought on the Nature of Reality*. University of Calcutta.